

ভূমি

আমার ঠিকানা



জনবান্ধব ডিজিটালাইজড
ভূমিসেবায় স্বাগতম



ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিসেবা পেতে  **১৬১২২** নম্বরে কল করুন

অথবা ভিজিট করুন  **land.gov.bd**

বিদেশ থেকে কল করুন +৮৮ ০৯৬১২৩ **১৬১২২** নম্বরে

ভূমি

আমার ঠিকানা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি জনসচেতনতামূলক প্রকাশনা

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশনায় : ডিজিটাইজেশন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পারফরমেন্স
(ডিকেএমপি) অনুবিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	২
২.	এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক কার্যক্রম	৩
৩.	জনবান্ধব ভূমিসেবা: ৬০-৩০-১০ মডেল	৫
৪.	ভূমি-নাগরিক সংযোগ	৬
৫.	ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd	৭
৬.	ভূমিবিষয়ক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেবা	৯
৭.	ভূমিবিষয়ক আইনি পরামর্শসেবা	৯
৮.	নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র	১০
৯.	জনবান্ধব ভূমিসেবার আরও কিছু অর্জন ও সাফল্য	১০
১০.	প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার	১৩
১১.	কাজ্জিত ফলাফল	১৪

ভূমিকা

বাংলাদেশের খুব কম মানুষই আছেন যারা ভূমি-সংক্রান্ত জটিলতায় পড়েন নি। অজ্ঞতার কারণে কারও জমি হয়তো ভুল রেকর্ড হয়ে গেছে। আবার কেউ ওয়ারিশদের সম্মতি বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে জমিটি ক্রয় করে মামলার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ আবার জমি কিনতে গিয়ে মামলাই কিনে ফেলেছেন। জমির পূর্ব ধারাবাহিকতা যাচাই না করে কেবল সর্বশেষ দাখিলা দেখে জমি ক্রয় করে অনেকের প্রতারণিত হওয়ার খবরও শোনা যায়। সর্বোপরি, অনলাইনে নামজারি করানো, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করে ডিজিটাল দাখিলা প্রাপ্তি এবং কলসেন্টার ১৬১২২-তে ফোন করে ডাক বিভাগের মাধ্যমে ঘরে বসেই পর্চা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও অনেকের কাছে এখনও বিষয়গুলো অজানা।

এই প্রেক্ষাপটে ‘ভূমি - আমার ঠিকানা’ পুস্তিকাটি বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকগণের ভূমি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। জনবান্ধব ভূমিসেবাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নানামুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের সকল নাগরিক অবহিত হয়ে উন্নত ভূমিসেবা গ্রহণে আগ্রহী হোক - এটাই ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যাশা।

ভূমি মন্ত্রণালয় - জনবান্ধব ডিজিটালাইজড ভূমিসেবায় স্বাগতম

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সংস্কারমূলক কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, সংস্কার ও অর্জন বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে ভূমিসেবা পুরোপুরি হরানিমুক্ত ও জনবান্ধব করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়। প্রশাসনিক রুটিন কাজের বাইরে এ পরিবর্তনের পেছনে গ্রহণ করতে হয়েছে নানামুখী উদ্যোগ। মিউটেশন, এলডি ট্যাক্স ও খতিয়ান সেবা এখন সম্পূর্ণ অনলাইনে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় (২৪/৭) যে কোন নাগরিক এখন ভূমি অফিসে না এসে ঘরে বসেই নিজে অথবা কলসেন্টারের মাধ্যমে নামজারি করতে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে এবং খতিয়ান সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

সারা দেশব্যাপী ভূমি উন্নয়ন কর এখন শতভাগ অনলাইনে অর্থবছরভিত্তিক (১ জুলাই থেকে ৩০ জুন) আদায় করা হচ্ছে। দেশের সকল ভূমি অফিস ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে ক্যাশলেস ও নাগরিক-বান্ধব অফিস হিসেবে। জনবান্ধব ভূমিসেবার সাথে যুক্ত হয়েছে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) তথা পেমেন্ট গেটওয়েসহ অর্থ বিভাগের এ-চালান সিস্টেম। এর ফলে নাগরিকের অনলাইন সিস্টেমে পরিশোধিত ফি-সমূহ সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে, যা পূর্বে ম্যানুয়াল চালানে ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিতে হতো। পুরোপুরি অনলাইন হওয়ার ফলে ভূমিসেবা বাবদ

সরকারি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। সারাদেশের ভূমিসেবাসমূহ থেকে অনলাইনে আদায়কৃত ফিসমূহ সরাসরি প্রদর্শিত হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন করসহ ভূমিসেবা ফি বাবদ সরকারি কোষাগারে প্রতিদিন জমার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা। নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কয়েক গুণ।

প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত এসকল পরিবর্তনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে ১২ টিরও অধিক সমঝোতা স্বাক্ষর করতে হয়েছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে। নাগরিকের ভূমিসেবা গ্রহণে হয়রানি লাঘবের লক্ষ্যে “ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র” চালু করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে নাগরিকের ভূমিসেবা হবে অনেক সহজ। অনলাইনে সেবা গ্রহণের পাশাপাশি কলসেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকগণ ভূমিসেবা নিচ্ছেন। যারা অনলাইন কিংবা কলসেন্টারের মাধ্যমে সেবা নিতে পারবেন না, তাদের জন্য নাগরিক সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নাগরিক সেবাকেন্দ্রের পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা কেন্দ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত ভূমিসেবাসমূহকে কেন্দ্রীয়ভাবে “জনবান্ধব ডিজিটলাইজড ভূমিসেবা” ব্র্যান্ডে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি জনবান্ধব ভূমিসেবার সাথে যুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নাগরিক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সেবার মান উন্নত করার

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিসেবা প্রদানকারীদের পারফরমেন্স রিপোর্ট ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত হচ্ছে। কেউ হয়রানি করলে, অতিরিক্ত অর্থ চাইলে কিংবা সময়ক্ষেপণ করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিচ্ছে।

জনবান্ধব ভূমিসেবা: ৬০-৩০-১০ মডেল

ভূমিসেবার ডিজিটাইজেশন এগিয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে। এর ফলে প্রযুক্তিতে একটু পিছিয়ে পড়া নাগরিক এবং ভূমিসেবা প্রদানকারীগণকে সেবা গ্রহণ ও প্রদানে অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি বামেলা পোহাতে হয়। প্রযুক্তির ভাষায়, এ সমস্যাটির নাম ডিজিটাল ডিভাইড। এ সমস্যা দূরীকরণে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা তথা নানামুখী প্রশিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে নাগরিকগণের পাশাপাশি ভূমিসেবা প্রদানকারীদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ তাদের প্রশিক্ষিতকরণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে অনেকগুলো নির্দেশিকা/এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর) প্রণীত হয়েছে। 'ল্যান্ড কানেক্ট' নির্দেশিকার মাধ্যমে ভূমিসেবাকে ৬০-৩০-১০ মডেলে তিনভাবে শ্রেণিবিণ্যাস করা হয়েছে। দেখা যায় ৬০% ভূমিসেবা নাগরিকগণ নিজেরাই নিতে পারবেন। এই ৬০% এর মধ্যে ২০% সেবা নাগরিকগণ অনলাইন নিবেন। ২০% সেবা নেয়ার জন্য ভূমিসেবা কল সেন্টারে ফোন করবেন। যেখানে ভূমিসেবা এজেন্টগণ

নাগরিকের পক্ষে আবেদন দাখিল করবেন। বাকী ২০% নাগরিক সেবা নেয়ার জন্য ভূমিসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনা ফিতে গ্রহণ করবেন। ৬০-৩০-১০ মডেলের ৩০% নাগরিক ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্রে ভূমিসেবা সহায়তাকারীগণের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করবেন। নাগরিকগণ এদিক-সেদিক না গিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বেসরকারি পেশাদার ভূমিসেবা সহায়তাকারীদের নিকট থেকে উন্নত ভূমিসেবা গ্রহণ করবেন। ভবিষ্যতে কেবল ১০% ভূমিসেবার ক্ষেত্রেই নাগরিকগণ ভূমি অফিসে যাবেন। এই ধারণাকে বিবেচনায় নিয়ে ঢাকার তেজগাঁওয়ের ভূমি ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে একটি নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

ভূমি-নাগরিক সংযোগ

ভূমি-নাগরিক সংযোগ ভূমিসেবা সহজীকরণের অন্যতম কৌশল। এর মাধ্যমে নাগরিকগণকে ভূমিসেবার সাথে সম্পৃক্ত করার নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

যারা অনলাইন কার্যক্রম সম্পাদনে দক্ষ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, অনলাইন বুঝেন এবং জমির কাগজপত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা অনলাইনে ভূমিসেবা পোর্টাল থেকে নিজেরাই সেবা নিবেন। যারা অনলাইনে ভূমিসেবা আবেদনে দক্ষ নন, কিংবা সিস্টেমে প্রবেশ করে নিজে নিজে ডেটা ভেরিফিকেশন করতে কিংবা সংযুক্তি দিতে আস্থা পান না, তারা ১৬১২২

কলসেন্টার এজেন্ট এর মাধ্যমে বিনামূল্যে নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ও খতিয়ানের আবেদন দাখিল করতে পারবেন। যারা অনলাইন কিংবা কলসেন্টারে ফোন করতে আগ্রহী না কিংবা যাদের মনে আস্থার জায়গা তৈরি হয়নি, তারা সরাসরি নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সেবা নিবেন। গতানুগতিক সরকারি দপ্তরের বাইরে সম্পূর্ণ কর্পোরেট কালচারসমৃদ্ধ মানসম্পন্ন ভূমি অফিস এগুলো। এখানে যথাযথ সম্মানের সাথে নাগরিকগণকে প্রশিক্ষিত সেবাকর্মীর মাধ্যমে ভূমিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। নাগরিকগণ তাদের জমির সমস্যাটি বললে এখানকার অভিজ্ঞ কর্মীগণ তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদান করে থাকেন। সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে নাগরিক সেবাকেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। সেবা প্রদান শেষে প্রত্যেক নাগরিক তাদের গৃহীত সেবার বিষয়ে রেটিং প্রদান করে থাকেন। সেবার মানের বিষয়ে নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত ভূমিসেবার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। স্টার কোয়ালিটির উত্তম ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে এর কোন বিকল্প নেই।

ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd

ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd এ নাগরিকগণের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় জনবান্ধব ভূমিসেবা সম্পর্কিত নির্দেশিকা ও প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলো জানা থাকলে ভূমিসেবা গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হবে।

ভূমিসেবা পোর্টাল থেকেই আন্তঃসেবার তথ্যসমূহ যাচাই করা যাবে এবং অনলাইনে ভূমিসেবা ফি পরিশোধের মাধ্যমে ভূমিসেবা নেয়া যাবে। এতে প্রতারিত বা বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না। আপাতত মিউটেশন, ভূমি উন্নয়ন কর ও খতিয়ান সেবা এ পোর্টাল থেকে পাওয়া যাবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভূমিসেবাসমূহ, যেমন: ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা (এলএ পেমেন্ট), সকল বন্দোবস্ত (লিজ ও সেটেলমেন্ট) ও সম্পত্তি (জলমহাল/বালুমহাল/অর্পিত ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাইজড নক্সা বা ম্যাপ এ সেবা পোর্টালে যুক্ত হবে।

মিউটেশন, ভূমি উন্নয়ন কর, খতিয়ান সেবাসহ ভূমিবিষয়ক যে-কোন তথ্য পেতে ও অভিযোগ জানাতে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালু রয়েছে ১৬১২২ কল সেন্টার। ৫০ জন এজেন্ট ২৪/৭ এ সেবা দিয়ে থাকেন। প্রায় ৩০০০ কল প্রতিদিন এখানে ল্যান্ডিং হচ্ছে। ভূমিসেবার আবেদন নাগরিকের পক্ষে দাখিল করার জন্য প্রতিটি কল গড়ে প্রায় ৩ মিনিট করে সময় নিচ্ছে। যার ফলে অনেক সময় নাগরিককে কল সেন্টার এজেন্ট এর সেবা নেয়ার জন্য লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে নাগরিক কল প্রথমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোবটিক সিস্টেম উত্তর দিচ্ছে। নাগরিকের যে সকল প্রশ্নের উত্তর এ সিস্টেম দিতে পারছে না, সে সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য নাগরিক কল স্বয়ংক্রিয়ভাবে এজেন্ট এর কাছে শিফট হচ্ছে। যে কোন দেশ থেকে প্রবাসী নাগরিকগণ +৮৮০৯৬১২৩১৬১২২ নম্বরে ফোন করে কল সেন্টারের সেবা যে কোন সময় নিতে পারেন।

ভূমিবিষয়ক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেবা

জাতীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পাশাপাশি ভূমিসেবা বিষয়ক যে কোন অভিযোগ নাগরিকগণ এখন দাখিল করতে পারছেন ১৬১২২ কলসেন্টার, ভূমিসেবা পোর্টাল, নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নাগরিক ফিডব্যাক ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে মিউটেশন, ভূমি উন্নয়ন কর, খতিয়ান সেবাসহ ভূমিবিষয়ক অভিযোগ সেবা দিন-দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। মূলত অভিযোগ দায়েরের এক সপ্তাহের মধ্যে নাগরিকের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া না হলে কলসেন্টার থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সরাসরি অভিযুক্ত ভূমি কর্মকর্তাকে ফোন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের হয়। এর ফলে ভূমিতে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা কমে যাবে। আস্থা তৈরি হবে সাধারণ নাগরিকের।

ভূমিবিষয়ক আইনি পরামর্শসেবা

দেশব্যাপী বিপুল সংখ্যক নাগরিক প্রতিদিন ভূমি বিষয়ক নির্ভরযোগ্য আইনি পরামর্শ পেতে মরিয়া থাকেন। তারা অনেক সময় স্থানীয় দালালদের খপ্পরে পড়ে এসকল আইনি পরামর্শ খুঁজে আর্থিক ক্ষতির শিকার হন। এসকল নাগরিকের বিষয় মাথায় রেখে ভূমি মন্ত্রণালয় পেশাদার, দক্ষ ও অবসরপ্রাপ্ত

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের ভূমি বিষয়ে পেশাগত পরামর্শ সেবা প্রদান করছে। কিউআর কোড স্ক্যান করে যে-কেউ সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক এ ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারছেন। দিনে-দিনে সেবাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতি নাগরিকের আস্থা বাড়ছে।

নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র

নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি বিনামূল্যে নামজারি, খতিয়ান/পর্চা, ভূমি উন্নয়ন কর, মৌজা ম্যাপের অনলাইন/সার্টিফাইড কপি আবেদন, ভূমি আইন বিশেষজ্ঞ-কর্তৃক ভূমি সংক্রান্ত পরামর্শ সেবাসহ ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ দাখিল এখন অনেক সহজ। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২০ জন নাগরিক এ সেবা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

জনবান্ধব ভূমিসেবার আরও কিছু অর্জন ও সাফল্য

জনবান্ধব ভূমিসেবা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে সাধারণ মানুষের মনে স্থান তৈরি করে নিয়েছে। প্রতিমাসে অনলাইনে প্রায় ৪ লক্ষ নামজারি মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। ম্যানুয়াল থেকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ হোল্ডিং এর ডেটা। নাগরিকগণকে অনলাইনে দাখিলা প্রদান করা হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ। রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে

সারাদেশব্যাপী প্রায় ৬০,০০০ রাজস্ব মামলা এন্ট্রি করা হয়েছে। এনআইডি দিয়েই পাওয়া যাচ্ছে একজন নাগরিকের জমির সকল তথ্য।

অনলাইনে জমির মালিকানার তথ্য রয়েছে প্রায় ৬ কোটি ১৬ লক্ষের অধিক। ডাক বিভাগের মাধ্যমে নাগরিকের ঠিকানায় এ পর্যন্ত প্রায় আট লক্ষের অধিক খতিয়ান পৌঁছে দিয়েছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। বিদেশ থেকে সরাসরি +৮৮০৯৬১২৩১৬১২২ নম্বরে ফোন করে অথবা ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd অথবা “ই-খতিয়ান” মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করলে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ এর সত্যায়িত কপি ১৯২টি দেশে নাগরিকের নিজ-নিজ ঠিকানায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। কোন খতিয়ান থেকে জমি নামজারি হবার সাথে সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে মূল খতিয়ান হতে ধারাবাহিকভাবে সৃষ্ট নতুন খতিয়ানের ধারাবাহিক ক্রম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে হাল ও সাবেক দাগ-সূচি হতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে খতিয়ান ট্রি প্রস্তুত করে জনগণের নিকট প্রদর্শন করা হবে। এতে জায়গা জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ জমির মালিকানা ও জমির পরিমাণ সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে দূরীকরণ সম্ভব হবে। এছাড়াও জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে এবং মামলা-মোকদ্দমা কমে যাবে।

সনাতন চেইন ও প্রিজম এর পরিবর্তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও ড্রোন ব্যবহার করে ডিজিটাল জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। ভূমি বিরোধের অন্যতম

কারণ একই খতিয়ানের মধ্যে মাল্টিপল দাগ শেয়ার করা তথা হাতের লেখা খতিয়ান প্রথা। খতিয়ানের এই অ্যানালগ পদ্ধতির উত্তোরণ ঘটিয়ে ড্রোন দিয়ে ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং নাগরিকগণকে প্রশিক্ষিতকরণে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নামজারি করার সাথে-সাথে ম্যাপ ও খতিয়ান সংশোধন করা না হলে মূল সমস্যাটি থেকেই যায়। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার মৌজা ম্যাপকে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নামজারির সাথে সাথে এই ডিজিটাইজড ম্যাপ ও খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। এছাড়া ই-নামজারির সাথে সাথে জমির ধরণ অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বরসহ তাদের ভূমি উন্নয়ন করণ নির্ধারিত হয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবোটিক ভয়েস বট চালু করা হয়েছে কল সেন্টারের সাথে। নাগরিকগণকে ভূমিসেবা আবেদনের অবস্থাসহ ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট প্রদান করছে। পর্যায়ক্রমে ভূমির সকল সেবায় এটি বিস্তৃত হবে।

এতসব অর্জন ও সাফল্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ইতোমধ্যেই মিলেছে। ই-নামজারি উদ্যোগের জন্য ইউনাইটেড নেশন্স পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০-এ ভূষিত হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ডিজিটাইজড ভূমি উন্নয়ন করের জন্য অর্জন করেছে উইসিস পুরস্কার ২০২২।

ভূমিসেবাকে নাগরিকবান্ধব করার মাধ্যমে সিস্টেমটিকে স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অটোমেটেড ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (অ্যালামস্) কাজ শুরু করেছে। আগামী ২০২৬ সালে চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সমাপ্তি শেষে জনবান্ধব ডিজিটাইজড ভূমিসেবার আওতায় সকল সিস্টেম সমন্বিতভাবে কার্যক্রম শুরু করবে।

প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার

ভূমি সমস্যা সমাধানে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা দূরীকরণ এবং যথাসময়ে জনগণের বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মাঠ পর্যায় ও অংশীজনের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে নাগরিকদের নিজ নিজ মালিকানাধীন ভূমিতে নিরবচ্ছিন্ন ভোগদখল নিশ্চিত হবে, ভূমি বিষয়ক প্রতারণা ও জালিয়াতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত এবং তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

জনবান্ধব ভূমিসেবা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশনায় একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন খতিয়ানের দাগ শেয়ার হবে না, ভূমি নিয়ে কোন মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না, সীমানা বিরোধ হবে প্রায় শূন্য, নাগরিকগণকে খুব প্রয়োজন ছাড়া ভূমি অফিসে যেতে হবে না, এনআইডি দিয়েই পাওয়া যাবে একজন নাগরিকের জমির সকল তথ্য। আর জমি ক্রয়ের সাথে-সাথেই পাওয়া যাবে ‘সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশীপ’ বা সিএলও। সারা দেশে একবার ডিজিটাইজড জরিপ সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন পড়বে না এবং সঠিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিতে একটি যুগান্তকারী সফলতা অর্জিত হবে। সেই সাথে দেশের ভূসম্পত্তির সুরক্ষা ও ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

বিনামূল্যে ভূমিসেবা ও পরামর্শ প্রদান

নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র

সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা (প্রতিদিন)

ভূমি ভবন

৯৮ শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণি,
তেজগাঁও, সাতরাঙ্গা, ঢাকা-১২০৮

০১৩২৯৭১১১১৭ (এপয়েন্টমেন্ট পেতে)



ভ্রাম্যমাণ ভূমিসেবা যাচ্ছে আপনার কাছে...

✓ ভূমি উন্নয়ন কর

✓ খতিয়ান (পর্চা)

✓ ভূমি বিষয়ক
পরামর্শ পেতে

✓ মিউটেশন

সর্বমোট খরচ: ১,১৭০ টাকা

✓ জমির ম্যাপ

✓ ভূমি সংক্রান্ত
অভিযোগ জানাতে

ভূমিসেবা পেতে  ১৬১২২ নম্বরে কল করুন

অথবা ভিজিট করুন  land.gov.bd

বিদেশ থেকে কল করুন +৮৮ ০৯৬১২৩ ১৬১২২ নম্বরে



ভূমি মন্ত্রণালয়

জনবান্ধব ডিজিটলাইজড ভূমিসেবায় স্বাগতম



ধন্যবাদ